



General Certificate of Education
Advanced Subsidiary Examination
June 2011

Bengali

BENG1

Unit 1 Reading and Writing

Insert

Text to be used when answering Section 1

চাওয়া-পাওয়া

কেমব্রিজ থেকে ‘এ’ লেভেল ও গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ঢাকায় ফিরে এসেছে মৌসুমী। মা-বাবার আদরের একমাত্র মেয়ে মৌসুমী। একাকী ও অসুস্থ মাকে দেখার জন্যে উতলা হয়েছে সে। ডাক্তাররা কেউ তাঁর রোগটা ধরতে পারছে না। তাই এবারের ছুটিটা মায়ের সঙ্গে একান্তে কাটাবে। মাকে নিয়ে হাওয়া বদলের জন্যে কোথাও যাবে বলে ঠিক করলো সে। ছোটবেলা থেকেই দার্জিলিং-এর বোর্ডিং স্কুলে লেখাপড়া করেছে। তারপর কেমব্রিজ। হস্টেল থেকে প্রতিটি ছুটিতে ঢাকায় এসে ব্যস্ত সময় কাটায় মৌসুমী। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, সিনেমা আর হেঁচকি করে সময় কেটে যেতো। মৌসুমীর বাবা জামান চৌধুরী ঢাকার একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। উচ্চবিত্ত সমাজের ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসার কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকেন। মাকে সঙ্গ দেবার সময় কোথায় তাঁর?

ঢাকায় পৌঁছার পরদিনই মায়ের কাপড়ের আলনা, অগোছালো আলমারি আর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার গোছাতে বসলো মৌসুমী। ড্রয়ারের এক কোণে রাখা মায়ের হাতে লেখা ডায়েরিটা হঠাৎ চোখে পড়লো মৌসুমীর। সুশিক্ষিতা দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মৌসুমী জানতো লুকিয়ে কারও ডায়েরি পড়াটা অন্যায়। তবু কৌতূহলের বশেই পড়লো। মা ঘুমালে নিজের ঘরে এসে ডায়েরির পাতা উল্টালো সে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মায়ের আর এক রূপ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির তুখোড় মেয়ে ছিলেন মাহিন, এখনকার মাহিন চৌধুরী। নাচে-গানে, আবৃত্তিতে আর মধুর ব্যবহারে সবার মন জয় করে নিতেন। এসবে মুগ্ধ হয়েই মৌসুমীর বাবা জামান চৌধুরী তাঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে সংসার সামলাতে ব্যস্ত হলেন মা। বাবা, চাচা, ফুপুরা তাঁকে আশ্রয় করে যে যার গন্তব্যে পৌঁছে গেলো আর মা নিজেকে নিঃশেষ করে আজ এই অবস্থায় পৌঁছেছেন। চাচা-ফুপুদের বদ্‌মেজাজের জন্যে বাড়িতে কাজের লোক থাকতো না। সংসারের সব কাজ তাই মা একাই করতেন। বাবা বাড়িতে ফিরতেন অনেক রাতে। প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব, না হয় বিজনেস পার্টনাররা থাকতো সঙ্গে। এসেই খাবার দিতে বলতেন। লোকজনের থাকার ব্যবস্থা করতে বলতেন। মাকে অসুস্থ অবস্থায়ও এসবের জোগান দিতে হতো। পড়তে পড়তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় মৌসুমী। নিশ্বাস আটকে যেতে চায়। দু’ চোখ ভিজে আসে অজান্তে।

বাবা বাড়ি ফিরতেই মৌসুমী বাবার ঘরে ঢুকলো। স্পষ্টভাবে বললো: ‘মাকে নিয়ে কল্পবাজারে হাওয়া বদলাতে যেতে চাই।’

বাবা রেগে গেলেন। বললেন: ‘হঠাৎ করে বেড়াতে যাওয়ার কী হলো?’

‘মায়ের অসুস্থতা তোমার কাছে কিছুই নয়! কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছু।’ – কথাটা বলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলো মৌসুমী।